R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে পৌষ, বুধবার, ১৪১৫ সাল। ১৪ই জানুয়ারী, ২০০৯ সাল। | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

মহকুমা রেশন কমিটি কাদের নিয়ে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা রেশন কমিটি নিয়ে নানা বিতর্কের সূচনা হয়েছে। এই কমিটি কাদের নিয়ে, কে কে এতে আছেন এবং এদের ভূমিকা কি ? এ ধরনের প্রশ্ন উঠে এসেছে বি, জে, পির মহকুমা সম্পাদকের মাধ্যমে প্রশাসনের সদর দপ্তরে। মহকুমার কর্তারাও কেউ কেউ এ প্রসঙ্গে বিস্মিত। এত রেশন কার্ড ! লোক অনুপাতে কার্ড কি ঠিক আছে ? এ প্রশ্ন বার বার বিরোধীরা তুলে ধরছেন এখনও। তাঁদের অভিযোগ, লিষ্টে নাম থাকলেও বি, পি, এলের কার্ড অনেক দুঃস্থই পাচ্ছেন না। এ ছাড়া এ, পি, এল এবং বি, পি, এলে কি কি জিনিসপত্র কোন্ কোন্ সপ্তাহে দেওয়া হচ্ছে তার লিস্ট অফিসে টাঙ্গিয়ে দেওয়া (শেষ পৃষ্ঠায়)

চোলাই মদ ব্যবসায়ীর হাতে এক গ্রামবাসী গুরুতর প্রহৃত, পুলিশ অভিযোগ পেয়েও চুপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রামের চোলাই মদ বিক্রেতা প্রশান্ত দাস দলবল নিয়ে গত ১০ ডিসেম্বর ঐ গ্রামের সুব্রত সিংহ রায়ের বাড়ী চড়াও হয়। সদর দরজা ভেঙে বাড়ীতে ঢুকে লোহার রড দিয়ে সুব্রতকে বেধড়ক মারধোর দেয়। গুরুতর আহত সুব্রতকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওখান থেকে বহরমপুর স্থানান্তারিত করা হয়। পরে তাকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়। তার একটি হাত গুরুতর জখম হয়। এলাকার পরিবেশ দূষিত হওয়ায় চোলাই মদ বিক্রিতে সুব্রত প্রায় প্রতিবাদ করতেন বলে জানা যায়। (শেষ পৃষ্ঠায়)

অরঙ্গাবাদে বর্ণাঢ্য ফুটবল উৎসব হয়ে গেল

অসিত রায় : অরঙ্গাবাদ ফুটবল টুর্ণামেন্ট কমিটির উদ্যোগে ফুটবল-এর সূচনা হয়েছিল গত ৩ জানুয়ারী '০৯ দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ ময়দানে। কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন জেলার ৮টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। দশ থেকে বারো হাজার দর্শক ঠাঁসা মাঠে রায়গঞ্জের ষ্টেট আর্মড পুলিশ কলকাতার সোনালি শিবিরকে ১—০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ী হয়। গত ১১ জানুয়ারী ছিল এর ফাইনাল খেলা। ঐ দিন ফুটবলে কিক মেরে খেলার সূচনা করেন, এক সময়ের দিকপাল ফুটবল খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ খেলা দর্শকদের সাথে উপভোগ করেন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং অতীত দিনের (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভুয়া সার্টিফিকেটধারীর চাকরী চলে যাবার মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা : এস, সি সার্টিফিকেট জাল প্রমাণিত হওয়ায় দীর্ঘ দশ বছরের চাকরী খোয়াতে বসেছেন খামরা ভাবকী হাই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী জনৈক বিশ্বজিৎ দাস। তিনি জাতিতে বৈশ্য হয়েও নিজেকে শুঁড়ি দেখিয়ে এস, সি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন। এবং তার ভিত্তিতে ১৩/৯/১৯৯৯ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের তেঘরী গ্রামের খামরা ভাবকী হাই স্কুলে যোগ দেন। ১৯৪১ সালের ৪০২৯ নম্বর ও ১৯৪৪ সালের (শেষ পৃষ্ঠায়)

টাউন কংগ্রেস সভাপতি পদত্যাগ করলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানে কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ নাটক বর্তমানে বেশ জমে উঠেছে। তার প্রেক্ষিতে টাউন কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে দিলীপ সরকার পদত্যাগ করেন। তিনি জানান—সিপিএমের নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা নিলেও কংগ্রেসের একটা পক্ষ এতে বাধা দিচ্ছে। পরোক্ষভাবে তারা সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত। এই পরিস্থিতিতে তিনি পদ আঁকড়ে থাকতে নারাজ, তাই এই পদত্যাগ। দিলীপবাবুর অভিযোগ, জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে পৌষ, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

এসো পৌষ যেও না—

পৌষ মাস হইল লক্ষ্মী মাস। এই মাসে শীতের কুহেলী চারিদিককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরেরও জড়তা যাইতে চাহে না। এই মাসে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনকে করিয়া তোলে আনন্দময়। বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান। সেই পাকা ফসল কাটিয়া ঘরে তোলে চাষীরা। বড় পরিশ্রমের ফসল তাই মনে আনন্দ। এই সময় শরীরের ক্লান্তি সহনীয় শীতের শীতলতার স্পর্শে। কৃষকের, গৃহস্থের চোখে ফুটিয়া উঠে সোনার স্বপ্ন। মনে জাগিয়া উঠে খুশীর উন্মাদনা। সে কারণেই স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেই আনন্দ উৎসবে, লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া ওঠে। এই মাসেই 'ধান কাটা হয় সারা'। ভারা ভারা ধান গাড়ি বোঝাই হইয়া ঘরে আসে। বাতাসে ভাসে তাহার গন্ধ। অপরদিকে সবজির ক্ষেতেও ফসলের অপর্যাপ্ত সমারোহ। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমাটো, মটরশুঁটি, মুলো, পালং প্রভৃতি নানা বিবিধ শাকের আমদানী ঘটে হাটে বাজারে। সবজির মূল্য হয় নিম্নমুখী। নূতন ধানের নূতন চাউল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাষীর ঘরে অপর্যাপ্ত ফসল, তরিতরকারী, সবজির বিনিময়ে আসে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয় সকল শ্রেণীর গৃহস্থের ঘরে। এই সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য বনভোজনের আয়োজন হয় গ্রামেগঞ্জে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজার অনুষ্ঠান। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া হয় পিঠেপুলি, পায়েস প্রভৃতি রুচিকর ভোজনের আয়োজন। সেই কারণেই পৌষকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালী হৃদয় মাতিয়া উঠিয়া বলে—'এসো পৌষ যেও না।' পৌষ বরণ বাঙ্গালীর অতি প্রাচীন প্রথা। এই বৎসরও তাহার অতিক্রম হয় নাই। অবশ্য বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর দর একটু ঊর্দ্ধগামী। নূতন চাউলের দাম তেমন কমেনি। সরিষার তৈল আশি টাকায় উঠিয়াছে। তরিতরকারীর দামও বেশ উঁচুতে। ফুলকপি চারে আসিয়া আর নামিতেছে না। বেগুন আটের নীচে আসিবার সম্ভাবনা কম। শাকের, মূলার দাম চার পাঁচ টাকার নীচে নামিতেছে না। তবুও বৎসরের অন্যান্য মাসের মত তরিতরকারীর দর নাই। সারা বৎসরে বেগুন ছিল দশ বার, আলু সাত আট। এখন কিন্তু নতুন আলুর দাম ছয়ে নামিয়াছে। পৌষ শেষ হইতে চলিয়াছে। সুখের এই মাসটিকে বিদায় দিতে মানুষ বড়ই ব্যথিত। শীতের আক্রমণে পর্যুদস্ত দরিদ্র মানুষও আহারের সুখের জন্যই এই মাসকে বিদায় দিতে চাহিতেছে না। তাই সংক্রান্তি উৎসবে পৌষের শেষ দিনে লক্ষ্মী মাসকে আবাহন করিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে সকল বাঙালী কহিবে—'এসো পৌষ যেও না।'

স্বাধীনতার উষালগ্নে মুর্শিদাবাদ

আবদুর রাকিব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্নদাশঙ্কর রায়কে মুর্শিদাবাদ থেকে চলে যেতে হয়েছিল। আর তা আদর্শের কারণে। কিন্তু তিনি তার প্রতিবাদে চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। ফিরে যান তাঁর আপন জগতে—সাহিত্যকর্মে। সেই কবে আই সি এস পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন। লিখেছিলেন 'পথে প্রবাসে'। আর তা তাঁর জন্য খ্যাতি এনে দেয়। কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৌলিক সৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছিল। এখন বুঝলেন, অর্থের চেয়ে সময় বড়। কেননা, এই সময় তাঁর সাহিত্যকে স্বর্ণপ্রসূ করে তুলবে।

মুর্শিদাবাদ ছিল তাঁর কাছে এক চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সেদিন তাঁকে সে চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাতে শাপে বর হল। আমরা পেলাম এক প্রাচুর্যময় সাহিত্যিককে। কিন্তু কী হয়েছিল সেদিন ?

অনেক, অনেক বছর পরে, সাম্প্রতিক-কালে তিনি মুর্শিদাবাদের স্মৃতি পত্রস্থ করেছেন প্রখ্যাত মাসিক 'চতুরঙ্গে'। অবশ্য, সামান্য একটি আড়াল নিয়েছেন 'বিনু' নামের। বিনুই যে অন্নদাশঙ্কর, পাঠকের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না।

চর অপারেশন নিয়ে জেলা শাসক বিনু ওরফে অন্নদাশঙ্করকে তখন মাঝে মধ্যে যেতে হয় কলকাতায়। একদিন তাঁর ডাক পড়ে সেক্রেটারিয়েটে। জেলা প্রশাসকদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়। তাঁর বক্তব্য, ওপার থেকে যে সব শরণার্থী আসছে, তাদের বসাতে হবে সীমান্তের গ্রামগুলিতে। সঙ্গে সঙ্গে বিনু বলেন, অবাস্তব। সীমান্তে কোথাও এক কাঠা জমি খালি নেই। সর্বত্র ঘন বসতি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ধমক দেন।

পরে, আবারও একদিন ডাক আসে কলকাতা থেকে। এবারেও সাক্ষাৎ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। ডাঃ রায়ের ঘরে তখন ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব। রুদ্ধদ্বার কক্ষে ডাঃ রায় অন্নদাশঙ্করকে বললেন, অমুক তারিখের মধ্যে সীমান্তের মুসলমানদের ওপারে খেদিয়ে দিতে হবে। অন্নদাশঙ্কর অবাক। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরল না। শুধু মনে হল, কথাটা যেন ডাঃ রায়ের নয়, অন্য কারো কথা—তাঁকে দিয়ে বলাচ্ছেন মাত্র। কেননা, ডাঃ রায় আর যাই হোন, কম্যুনাল নন। বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁর সহযোগীকে বললেন, লিখিত আদেশ চাই। আপনি ভেতরে গিয়ে লিখিত আদেশ চান। স্বরাষ্ট্র সচিব জানালেন, লিখিত আদেশ পাওয়া যাবে না। মৌখিকই যথেষ্ট।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাকুলার ছিল, মুসলিমদের ওপর যেন জুলুমবাজি না হয়। তিনি সেই সাকুলারই মান্য করলেন। উপেক্ষা করলেন রাজ্য সরকারের মৌখিক নির্দেশ। কেননা, রক্ত-পাত ঘটলে রাজনীতিকরা বলবেন, তাঁরা অমন আদেশ দেননি। লিখিত প্রমাণ কই ?

পরে একটি চর দখল হলে অভিনন্দন জানাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছুটে এলেন পদ্মা তীরে। সঙ্গে কমিশনার। সরকারী টুরিং লঞ্চের ওপর খানাপিনা ও বিশ্রামের আয়োজন। ওখানে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লোকজনের কথাবার্তা থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় জেনে গেলেন যে, জহরলাল এখন বিদেশে। অমুক তারিখে তিনি ফিরবেন। তার আগেই কাজ সারতে হবে বলে মন্ত্রী ছুটে এসেছেন অন্নদাশঙ্করকে রাজী করাতে। লঞ্চের কেবিনে, একান্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে ঐ একই কথা বললেন, যা বলেছিলেন ডাঃ রায়। আর তিনি উত্তর দেন, আমি দরকার হলে যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু এমনতর কাজ করতে পারি না। কমিশনার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, তাহলে ওপারের উদ্বাস্তুরা কোথায় যাবে ? —যেখানে খালি জায়গা পাবে সেখানেই। পশ্চিমবঙ্গে না হোক, বিহারে, ওড়িশায়, মধ্যপ্রদেশে ? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী—সেখানে যদি ওরা না যায় ? তাহলে আমি কী করতে পারি ! জেলা শাসক উত্তর দেন।

এই ঘটনার দুদিন পরেই তাঁর অপসারণের সংবাদ আসে। অবশ্য ঐ গোপন নির্দেশটি বাতিল হয়। কেননা, নেহেরুজী তখন

(৩য় পৃষ্ঠায়)

স্থানীয় সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নামলো সি. পি. এম

অসিত রায় ঃ রঘুনাথগঞ্জের সি. পি. আই (এম) জোনাল কমিটির উদ্যোগে গত ৩০ ডিসেম্বর স্থানীয় একগুচ্ছ দাবী-দাওয়া, সমস্যা এবং প্রশাসনের দুর্নীতি নিয়ে দলীয় কর্মীরা বিক্ষোভে সামিল হয়। ঐ দিন মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত ব্লকেই একাধিক সমস্যা নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় দলীয় কর্মীরা। রঘুনাথগঞ্জ ১নং এবং ২নং ব্লকেও সাধারণ মানুষেরা একাধিক অবহেলিত সমস্যা সমাধান ও তার প্রতিকারে সমবেত হন। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাস এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম কমানো, শ্রমজীবী মানুষের ১০০ দিনের কাজ, ধানের সহায়ক মূল্য, সারে ভরতুকি চালু ও বন্টন ব্যবস্থা স্বাভাবিক করা, ক্ষেতমজুর ও অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার যে আইন বলবৎ আছে তা কার্যকরী করা, বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা, কৃষি পেনশন প্রভৃতি ভাতা নিয়মিত পাওয়ার ব্যবস্থা, ৬০ বছর বয়স্ক আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা যারা এখনও ভাতা পাইনি তাদের অবিলম্বে দেওয়ার ব্যবস্থা, স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির পরিচালনায় আরও যত্নবান হওয়া প্রভৃতি দাবীগুলি ছিল ১৩ দফা দাবীর অন্যতম। এ ছাড়া বেহাল জাতীয় সড়ক অবিলম্বে মেরামতের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতিমত "সিক্স লেন"-এর মাধ্যমে সম্প্রসারিত করাও ছিল দাবীর মধ্যে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের সামনে কর্মীদের পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ছাড়াও লোকাল কমিটির সম্পাদক পরেশনাথ সরকার, অরুণ মুখার্জী, সঞ্জয় রায়, প্রাণবন্ধু মাল, ২নং ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি সোমনাথ সিংহসহ একাধিক নেতৃত্ব। সভা শেষে দাবী সনদের স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় বিডিও দীননারায়ণ ঘোষের হাতে। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকেও ঐ একই সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন মৃগাঙ্কবাবু ছাড়াও শৈলেন মুখার্জী, উদয় সিংহ প্রমুখ। বিডিও অনির্বাণ কোলের হাতে দেওয়া হয় ১৩ দফা দাবীর স্মারকলিপি।

প্রকৃত দুঃস্থদের সরকারী সাহায্যের দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সামসেরগঞ্জ ব্লক এলাকায় প্রকৃত দুঃস্থদের বিপিএল, অন্ত্যদ্বয় বা অন্য খাতে কোন সাহায্য দেয়া হচ্ছে না। তার পরিবর্তে পাকাবাড়ী স্বচ্ছল ব্যবসাদার বা মোটর বাইক আরোহীদের নামে দুঃস্থ তালিকা তৈরী হয়েছে এখানে। এ প্রসঙ্গে ঐ ব্লকের বিডিও সমীর দাস জানান—তাঁর এলাকায় ৫৬% লোক বিপিএল তালিকাভুক্ত। কিন্তু তারা কি প্রত্যেকেই প্রকৃত হকদার—প্রশ্ন করলে তিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। প্রকৃত দুঃস্থদের নামের তালিকা তৈরীর দাবীতে সম্প্রতি কংগ্রেস ও আর, এস, পির যুব সংগঠন আর, ওয়াই এফ বিডিওকে ডেপুটেশন দেয়। এই প্রসঙ্গে ঐ ব্লকের তিন পাকুড়িয়া গ্রামের কশিমুদ্দিন সেখ জানান—এখানে দুঃস্থদের উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের মদতপুষ্টদের নাম বিপিএল, ইত্যাদি তালিকায় রাখা হয়েছে।

স্বাধীনতার উষালগ্নে মুর্শিদাবাদ (২য় পৃষ্ঠার পর)

দেশে ফিরেছেন। সেদিন এক জেলা শাসক আপন আদর্শ ও বিশ্বাসে অটল থেকে এক রক্তক্ষয়ী কলঙ্ক থেকে মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করেন—যার মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছিল। ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আর অন্নদাশঙ্কর রায়ের বিদায়-অভিনন্দন পর্বটিও ছিল সম্মানজনক। তিনি লিখেছেন, সব ভালো যার শেষ ভালো। সুতরাং বিধান রায় কেন ঐ নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা উহ্যই থেকে থাক। (শেষ)

আই সি জেগে ঘুমোচ্ছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর উভয় শহরে স্বল্প পরিসরের রাস্তায় লরি বা ম্যাটাডোর দাঁড় করিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবসায়ীদের মাল নামানো একটা নিয়ম হয়ে গেছে। আর পুলিশ এসে ঐ সব যানবাহনের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিজেদের কর্তব্য শেষ করছে। স্কুল-কলেজের সময় ব্যস্ত রাস্তা ঘিরে এই ধরনের কারবার চললেও কোন প্রতিবাদ নেই। সাধারণ পথচারী বা ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা করেই চলাচল করতে হচ্ছে। তার ওপর ঐ স্বল্প পরিসর দিয়ে হেলমেটবিহীন মোটর সাইকেল আরোহীদের দাপাদাপি তো আছেই। রঘুনাথগঞ্জ থানার আই সি সন্দীপ মাল সব ক্ষেত্রে জেগে ঘুমোচ্ছেন।

দলিত নেতা পরলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কনফেডারেশন অফ এসসি-এসটি বিসির জেলা সম্পাদক অজিতকুমার হালদার গত ৬ জানুয়ারী '০৯ কলকাতা নীলরতন সরকার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অজিতবাবুর মরদেহ তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। তাঁর মৃত্যুতে দলিত সমাজের অপূরণীয় ক্ষতির কথা স্বীকার করেন ঐ সংস্থার রাজ্য সম্পাদক ডাঃ ভরতচন্দ্র মন্ডল।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন

সবার স্বার্থে

সবার জন্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ সবার উপরে

সবজি ফলনে সব রাজ্যের সেরা

কৃষিতে চাই আরও সাফল্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ৮৪২ (১৯) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৪/১২/০৮

রাজনীতির ঘেরাটোপে আশা নিয়ে হতাশা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ স্বাস্থ্য দপ্তরের 'আশা' প্রকল্পে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্ডলপুর গ্রামের কণিকা ঘোষকে রাজনৈতিক চাপে প্রার্থী নন ম্যাট্রিক হওয়া সত্ত্বেও প্যানেলে ১ম করেন বিডিও। সেখানে ম্যাট্রিক পাস ছন্দা মুখার্জী প্রাধান্য পান না। উক্ত কণিকা ঘোষকে শিশু সহায়ক পদে এন, জি, ও,-তে কাজ করার নিদর্শনপত্র দেয়া হয় বিডিওর দপ্তর থেকে। পরে গ্রামবাসীদের চাপে সে ষড়যন্ত্র নাকি ভেস্তে যায়। বি, জে, পির স্থানীয় নেতা জ্যোতি মুখার্জী প্রয়োজনে এ ব্যাপারে হাইকোর্ট পর্যন্ত যাবেন বলে জানান। তাঁরা এর প্রতিবাদ জানিয়ে রঘুনাথগঞ্জ-১ এর বিডিওসহ সর্বত্র লিখিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন বলে খবর। উল্লেখ্য, ম্যাট্রিক বা মাধ্যমিক পাশ না হলে ঐ পদে যোগ দেয়া যাবে না সরকারী নির্দেশে নাকি উল্লেখ আছে।

চাকরী চলে যাবার মুখে (১ম পৃষ্ঠার পর)

১১৯ নম্বর দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় বিশ্বজিৎ দাস জাতিতে বৈশ্য বণিক। সিডিউল কাষ্টের সুযোগ সুবিধা নিতে তিনি নিজেকে শুঁড়ি পরিচয় দিয়ে ৩-২-১৯৮৬ সালে ৫৪৪২ এস, সি সার্টিফিকেট বার করেন। কনফেডারেশন অফ এস, টি, এস, টি, ও বিসির কর্মকর্তাদের সুপারিশে ও বিভিন্ন প্রমাণাদির প্রেক্ষিতে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সুভাষ সিনহা বিশ্বজিৎ দাসের এস, সি সার্টিফিকেট বাতিল করেন। এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন বলে জানা যায়।

পরলোকে প্রবীণ ব্যবহারজীবী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর বারের প্রবীণ ব্যবহারজীবী দেবীরতন নাথ (৮২) গত ৭ জানুয়ারী তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। ক্রীড়ামোদী রতনবাবু এক সময় বিভিন্ন সরকারী ট্রাষ্টের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১০ জানুয়ারী জঙ্গিপুর বার বন্ধ থাকে।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার

মোড়কে উদ্বোধন হলো

॥ হোটেল ইণ্ডিগো ॥

বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ২৬৬০২৩

রুচিসম্মত আহার, এয়ার কণ্ডিশনসহ বাসস্থান, কনফারেন্স রুম এবং যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা বলবো।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রতিশ্রুতির আবৃত্তি সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জের প্রতিশ্রুতি আবৃত্তি অনুশীলন কেন্দ্রের ২১ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ৪ জানুয়ারী স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে এক আবৃত্তি সন্ধ্যার আয়োজন হয়েছিল। সেখানে ঐ সংস্থার শিশু শিল্পীরা সহজপাঠের সহজ ছড়া, ভূতের কেত্তন, বিদ্যেবোঝায় বাবুমশায় ইত্যাদি আলেখ্য পরিবেশন করে। এর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার প্রথিতযশা আবৃত্তিকার সুমন্ত্র সেনগুপ্ত। তাঁর কয়েকটি কবিতা দর্শকদের অভিভূত করে। অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ ছিলেন হাস্যকৌতুক শিল্পী অলোক বিশ্বাস। সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রতিশ্রুতির প্রশিক্ষক স্মরণ দত্ত।

টাউন কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

আমাদের পাশ থেকে সরে গিয়েছেন। এর জন্য অনেক কংগ্রেস কর্মী উদ্যম হারিয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। কংগ্রেসকে চাঙ্গা রাখতে ঐ সব কর্মীদের সক্রিয় করে সিপিএমের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলনের প্রয়োজন।

ফুটবল উৎসব হয়ে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিংবদন্তী ফুটবলার অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত পদ্মশ্রী চুনী গোস্বামী। খেলার মাঠের মধ্যেই যেমন জাতীয় চরিত্র সৃষ্টি হয়, সেই রকম তৈরী হয় শৃংখলাবোধ এবং সংঘবদ্ধতা—সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন বিদেশমন্ত্রী। যথাযথ মানের ফুটবল খেলার মাঠ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ ষ্টেডিয়ামের জন্য অরঙ্গাবাদবাসীর পক্ষ থেকে প্রণববাবুকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিজয়ী দলকে ট্রফি এবং অর্থমূল্যে সম্মানিত করেন চুনীবাবু। তিনি অরঙ্গাবাদে আধুনিক মানের একটি ফুটবল কোচিং ক্যাম্প তৈরীর কথাও বলেন। এর জন্য তার সক্রিয় সহযোগিতার কথাও উদ্যোক্তাদের জানান।

পুলিশ অভিযোগ পেয়েও চুপ (১ম পৃষ্ঠার পর)

সুব্রতর দাদা সুজয় সিংহ রায় ঘটনার পরদিন ১১ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ জানান। তাকে এফ, আই, আর-এর নম্বর দেয়া হয়না বা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় না। পরবর্তীতে থানার জনৈক অফিসার গৌতমবাবুর তৎপরতায় দ্বিতীয়বার ঐ ঘটনার এফ, আই, আর করা হয় (কেস নং ৩৮১ তাং ২৮/১২/০৮)। এরপরও পুলিশের মধ্যে কোন তৎপরতা নেই। চোলাই মদ ব্যবসায়ী প্রশান্ত দাস দাপটেই ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে।

মহকুমা রেশন কমিটি কাদের নিয়ে (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন বলে দাবী করে বি, জে, পি। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক কংগ্রেস নেতা তাপস সিনহা এ পি এল এবং বি, পি, এলের অন্তর্ভুক্ত কি কি জিনিসপত্র কোন্ মাসে কতটা পরিমাণ দেওয়া হবে তার বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশের দাবী তোলেন। এতে মহকুমার সাধারণ মানুষ জানতে পারবে বন্টনের প্রকৃত চেহারা।

কনে সাজানো

বিয়েতে কনে সাজানো, মেহেন্দী পরানো, তত্ত্ব সাজানো একমাত্র আমরাই করে থাকি।

শান্তি সাহা, রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরাপল্লী

মোবাইল ঃ ৯৪৭৪৭০৭৬৯৯